যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

দূরশিক্ষণ: দাঁড়াতে গিয়ে যেন বসে না পড়ে

ড. ফজলুল হক সৈকত

জাতিকে দাঁড়াতে হলে, মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হলে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ আর কলুষিতকরণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে সবার আগে। যেহেতু দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রায় আরম্ভের পর্যায়েই ঢুকে পড়েছে আবর্জনা এবং তা অনতিবিলম্বে আমাদের চোখেও পড়েছে তাই এখনই তা দূর করতে হবে- নইলে আসন্ন বিপদ এড়ানো সহজ হবে না। দূরশিক্ষণ কোনো মন্দ কিংবা সহজ বা সস্তা পদ্ধতি নয়; এটি কেবলই একটি পদ্ধতি, একে ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদেরই!

নিয়মিত ও স্বাভাবিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে সারা পৃথিবীতে আরো কয়েক ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি চালু রয়েছে- এগুলোর মধ্যে বয়স্কশিক্ষা, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা, দূরশিক্ষণ, সাক্ষরতা অভিযান, সান্ধ্যকালীন শিক্ষা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়; বাংলাদেশে এ কয়টি শিক্ষা পদ্ধতি কোনো না কোনোভাবে প্রচলিত আছে। অনগ্রসর এলাকা হিসেবে এসব সুযোগের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটিও অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু অব্যবস্থাপনা আর ধারণার অস্পষ্টতার কারণে এসব শিক্ষা পদ্ধতির প্রকৃত ফল বা আউটপুট আমরা পাই না। সান্ধ্যকালীন শিক্ষা একসময় গ্রামে বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিকদের জন্য প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে শহরে এমনকি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তা বিস্তৃত হয়েছে। কর্মজীবীদের জন্য এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে চালু করেছে এ কার্যক্রম।

বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রথম দূরশিক্ষণ প্রবর্তন হয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সরকার দেশের ঝরে-পড়া কিংবা আর্থিক ও সামাজিক কারণে পড়াশোনা থেমে যাওয়া মানুষগুলোকে পুনরায় বিদ্যাপীঠের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করে। অতঃপর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রবল জোয়ারের সময় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এ শিক্ষা পদ্ধতি চালানোর নামে শহরে শহরে কেন্দ্র খুলে বসেছে; একজন ম্যানেজার কিংবা কেন্দ্র পরিচালক নিয়োগ করে, একটি সাময়িক বা খণ্ডকালীন ভাড়া বাড়িতে চালাতে আরম্ভ করেছেন উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম। রাতারাতি ওইসব এলাকার বহুলোক টাকা জমা দিয়ে, নামকাওয়াস্তে কিছু ক্লাস করে নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা দিয়ে পেয়ে গেছেন ভালো ফলাফলসহ সার্টিফিকেট। ব্যস বাজারে খবর ছড়িয়ে পড়লো যে দূরশিক্ষণ নামে এক ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি সহজে দামি দামি সব সার্টিফিকেট দিচ্ছে।

দূরশিক্ষণ ধারণাটি আমাদের দেশে খুব বেশি পুরনো নয়; অবশ্য যতো না নতুন তার চেয়ে বেশি অসুবিধা হলো এ পদ্ধতিটি সম্পর্কে আমাদের ধারণার অস্পষ্টতা; অনেকে মনে করেন দূর থেকে এসে পড়াশোনা করতে হয় বলে এটি দূরশিক্ষণ। অনেক শিক্ষার্থীকে বলতে শুনেছি, স্যার আমরা তো ডিস্টেন্স-এর ছাত্র- সেই বরিশাল-সিলেট থেকে আমাদের ঢাকায় আসতে হয়, আমাদের ব্যাপারটা একটু দেখবেন স্যার। এমনকি এ প্রোগ্রামের অনেক শিক্ষকের ধারণায়ও এমন ছাপ দেখেছি।

দূরশিক্ষণ পথের দূরত্বে বিবেচিত হয় না, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক বা একাডেমিক যোগাযোগের সময়ের দূরত্বে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্যাম্পাসভিত্তিক আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার মতো সপ্তাহে পাঁচ-ছয় দিন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎ হয় না; শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচি, সহায়ক গ্রন্থাদির তালিকা, কোর্সভিত্তিক বইপত্র (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত) এবং অন্যান্য সহায়ক উপাদান (যেমন : কোনো বিশেষজ্ঞের লেকচারের অডিও-ভিডিও-সিডি, সংশ্লিষ্ট কোনো সেমিনারে পঠিত কিংবা জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধের কপি ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয় এবং পরামর্শ কিংবা কনসালট্যান্সির জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের আলোচনার ব্যবস্থাও রাখা হয়। এটি এক ধরনের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতি।

লেকচারশিট, কোর্সসহায়ক বই, শিক্ষক কিংবা ইনস্ট্রাক্টরের লেকচারের অডিও-ভিডিও কিংবা সিডি এবং লেকচার মডিউল- এগুলো দূরশিক্ষণের প্রধান উপকরণ-উপাদান। কিন্তু অত্যন্ত হতাশার কথা যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কতক অংশে এ ধরনের কাজ করলেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী নয়; তাদের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে সস্তা সার্টিফিকেট প্রদান। মিডিয়াসম্পৃক্ততা দূরশিক্ষণের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হলেও বাংলাদেশে এর প্রচলন বিষয়ে আমাদের সতর্কতা এখনো তৈরি হয়নি। বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কয়টি টিভি-রেডিও চালু হলেও সরকারি ব্যবস্থাপনায় কিংবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আজো স্থাপিত হয়নি কোনো শিক্ষামূলক টেলিভিশন কেন্দ্র কিংবা ... বাউবি বাংলাদেশ টেলিভিশনে খুবই সামান্য সময়ের জন্য তাদের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে; আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ভাড়া করা বাড়িতে একটি কক্ষে গোটাদুয়েক টেপরেকর্ডার বা ক্যামেরা সাজিয়ে রেখেই চালিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া সেন্টারের নামগন্ধ।

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার সুযোগে গজিয়ে উঠেছে শিক্ষকদের ব্যবসায়িক মানসিকতা; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মডিউল নামে চলছে নোট ব্যবসা, নিম্নমানের বই ঢুকেছে বেশকিছু। শিক্ষকরা কোর্সভিত্তিক বই লেখার কিংবা গবেষণাপত্রে প্রবন্ধ লেখার চেয়ে বরং নোট ফটোকপি করে শিক্ষার্থীদের মাঝে তা টাকার বিনিময়ে বিতরণের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ফ্যাকাল্টিগুলোর দায়িত্ব হলো নিয়মিত জার্নাল প্রকাশ করা, বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা; যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ-উপযোগী বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করতে পারে। কিন্তু সেদিকে কারো তেমন নজর নেই। দুয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে জার্নাল কিংবা গ্রন্থ প্রকাশে, কারো কোনো আগ্রহ কিংবা উদ্যোগ চোখে পড়ে না। লেখাপড়ার মান বৃদ্ধির জন্যও কোনো পরিকল্পনার কথা ... প্রতিষ্ঠান সেমিনার আয়োজন করছে বটে; কিন্তু সেগুলো বেশিরভাগই উচ্চপদস্থ কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তির পদধূলি কিংবা আনুকূল্য বা নেকনজর পাওয়ার লোভে।

উচ্চশিক্ষা ভুবনে সবচেয়ে হতাশাজনক খবর হলো শিক্ষকতার যোগ্যতা নেই এমন লোকও ঢুকে পড়েছে শিক্ষকতা পেশায়। যাদের যোগ্যতা নেই, তাদের দায়িত্বে দিয়ে জাতির কী কল্যাণ করতে চায় এ প্রতিষ্ঠানগুলো- তার সদুত্তর নিশ্চয়ই তাদের কাছে থাকবে। কিন্তু আমার কেবলই মনে হয়, যে ব্যক্তি জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার কথা ভাবেনি; স্বপ্নও দেখেনি, যার এমনকি স্কুলেও শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা নেই, তাকে যদি বসিয়ে দেয়া হয় উচ্চশিক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের চেয়ারে, তাহলে তো দূরশিক্ষণ প্রকৃতঅর্থেই দূরে রয়ে যায় আর সে শিক্ষার ভিত দাঁড়াতে গিয়ে বসে পড়লেও আমাদের অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষা দিতে গিয়ে জাতিকে যেন অশিক্ষা-কুশিক্ষার অতলে ডুবিয়ে না দিই! বাঙালি হয়তো হাজার বছরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা যতোটা পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি পেয়েছে উচিত শিক্ষা! উচিত শিক্ষারও প্রয়োজন আছে; কিন্তু তাই বলে শিক্ষাকে বাদ দিয়ে তা পেতে গেলে ক্ষতিই হবে অনেক। বিশ্ববাজারে শিক্ষা আর জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য মাঠে নামতে গিয়ে আমরা যদি শিক্ষার জঞ্জালে আটকে পড়ি, তাহলে পিছিয়ে পড়ার দুঃখে জর্জরিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাবো না। জাতিকে দাঁড়াতে হলে, মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হলে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ আর কলুষিতকরণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে সবার আগে। যেহেতু দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রায় আরম্ভের পর্যায়েই ঢুকে পড়েছে আবর্জনা এবং তা অনতিবিলম্বে আমাদের চোখেও পড়েছে তাই এখনই তা দূর করতে হবে- নইলে আসন্ন বিপদ এড়ানো সহজ হবে না। দূরশিক্ষণ কোনো মন্দ কিংবা সহজ বা সস্তা পদ্ধতি নয়; এটি কেবলই একটি পদ্ধতি, একে ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদেরই।

ড. ফজলুল হক সৈকত : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় ...
...uc90@yahoo.com